



১



০



সম্মিলিতের বিশ্বদর্পণ

Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026

প্রথম বর্ষ, প্রথম মাস, চতুর্দশ সংখ্যা, রবিবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, আষাঢ় ২১, ইংরিজি ২০২৬, জুলাই ৫



০



৩

দেশীয় খেলনা শিল্পে গতি আসছে বিশ্ববাজার ধরতে গুরুত্ব কেন্দ্রের



রাজস্থানের বালোত্রায় সরকারি চাকরিপ্রার্থীদের হাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তুলে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

৪ জুলাই : প্রধামন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মন কি বাত শীর্ষক অনুষ্ঠানে, বারেরবারে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি খেলনা শিল্পের উন্নয়ন তথা, বিশ্ববাজারে খেলনা রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে ভারতের উঠে আসার ওপরে জোর দিয়েছেন। কোভিড-কালে বাড়িতে বসে সফট টয় নির্মাতাদের আরও বেশি খেলনা উৎপাদনে তিনি উৎসাহ প্রদানও করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই, দেশীয় খেলনা শিল্পে ভারতেই বিশ্বমানের উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলতে একাধিক নতুন উদ্যোগের কথা ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। শনিবার নয়াদিল্লিতে টয় অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া'র তরফে আয়োজিত ১৭তম 'টয় বিজ ইন্টারন্যাশনাল বি-টু-বি এক্সিবিশন ২০২৬'-এ কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল জানান, দেশের বিভিন্ন খেলনা উৎপাদন কেন্দ্রের কাছে আধুনিক মান-পরীক্ষা পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস, ন্যাশনাল টেস্ট হাউস এবং অন্যান্য সরকারি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে এই সুবিধা দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

সুযোগ থাকবে। একই সঙ্গে তিনি ক্যাড-ক্যাম প্রযুক্তি, সিএনসি-ভিত্তিক উৎপাদন এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দেন। তাঁর মতে, প্রযুক্তির উন্নয়নই ভারতীয় খেলনা শিল্পকে আন্তর্জাতিক বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে। মন্ত্রী জানান, বর্তমানে বিশ্ব খেলনার বাজারের আকার প্রায় ১২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ভারতের লক্ষ্য হওয়া উচিত এই বাজারে উল্লেখযোগ্য অংশীদারিত্ব অর্জন করা। সাম্প্রতিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির ফলে ইউরোপ, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়াসহ উন্নত বাজারে ভারতীয় খেলনার জন্য শুষ্কমুক্ত প্রবেশাধিকার তৈরি হয়েছে। আগামী ১৫ জুলাই থেকে ভারত-ব্রিটেন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হবে বলেও তিনি জানান। এছাড়া জিসিসি, কানাডা, ব্রাজিল ও মেক্সিকোর সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির অগ্রগতির কথাও উল্লেখ করেন। এছাড়াও শনিবার থেকেই ইজরায়েল ও ভারতের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুরু হচ্ছে। দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদেশে গুদাম তৈরি, আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ এবং ভারতীয় খেলনার নিজস্ব ব্র্যান্ড গড়ে তোলার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি বলেন, ২০২০ সালে চালু হওয়া 'ন্যাশনাল টয় অ্যাকশন প্ল্যান'-এর ফলে দেশে ইতিমধ্যে ৫০টিরও বেশি খেলনা ক্লাস্টার গড়ে উঠেছে এবং প্রায় ২১ হাজার এমএসএমই সংস্থা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। আগামীতে আরও সংস্থা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, গত চার বছরে ভারতের খেলনা রপ্তানি প্রায় ২৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে খেলনা আমদানি ৩২ শতাংশ কমেছে। বর্তমানে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকার দেশীয় খেলনা বাজারের অধিকাংশ চাহিদাই ভারতীয় সংস্থাগুলি পূরণ করছে। কেন্দ্রের মতে, 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এবং 'ভোকাল ফর লোকাল'-এর সাফল্যের ফলেই দেশীয় খেলনা শিল্প নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

মন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে ভারতীয় খেলনার গুণমান আরও উন্নত করতে হবে। সেই লক্ষ্যেই শিল্পমহলকে প্রয়োজনীয় পরীক্ষামূলক যন্ত্রপাতির তালিকা সরকারের কাছে জমা দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলিকে ধাপে ধাপে উৎপাদন বৃদ্ধি করে বৃহত্তর শিল্পে পরিণত হওয়ার পরামর্শ দেন। তাঁর বক্তব্য, রপ্তানি থেকে প্রাপ্ত আয় এমএসএমই শ্রেণিবিন্যাসে গণনা করা হয় না, ফলে রপ্তানি বাড়িয়েও এই সংস্থাগুলি সরকারি সুবিধা পেতে পারবে। পীযুষ গোয়েল খেলনা শিল্পে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য শিল্পসংস্থা ও আইটিআইগুলির যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স' গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। সেখানে পণ্যের নকশা, গবেষণা, উদ্ভাবন, মান পরীক্ষা এবং নতুন পণ্যের প্রদর্শনের

সানন্দে সেমিকন উৎপাদনে মাইলফলক

৪ জুলাই : ভারতের সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে গুজরাটের সানন্দে সিজি সেমির আউটসোর্সড সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড টেস্ট (ওস্যাট) কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'ডিজাইন ইন ইন্ডিয়া' এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির ধারাবাহিক ফল হিসেবেই দেশের সেমিকন্ডাক্টর শিল্প দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। তাঁর দাবি, ভারত যা লক্ষ্য স্থির করে, তা বাস্তবায়ন করেই ছাড়ে। প্রধানমন্ত্রী জানান, ২০২৪ সালে এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর অল্প সময়ের মধ্যেই নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। ২০২৫ সালের অগস্টে পরীক্ষামূলকভাবে চিপ টেস্টিং শুরু হয় এবং বর্তমানে কেন্দ্রটি বছরে প্রায় ২০ কোটি সেমিকন্ডাক্টর চিপ প্যাকেজিং করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। আগামী দিনে এই উৎপাদন ৫০০ কোটি ইউনিটে উন্নীত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।



মোদীর মতে, এই প্রকল্প কেবল একটি কারখানা নয়, বরং ভারত, জাপান ও থাইল্যান্ডের শিল্প সংস্থাগুলির যৌথ সহযোগিতার একটি উদাহরণ। তিনি বলেন, বিশ্বমানের প্রযুক্তি শিল্প গড়ে তুলতে বিচ্ছিন্ন কারখানা নয়, বরং সমন্বিত শিল্প-ইকোসিস্টেম তৈরি করা জরুরি। সেই লক্ষ্যেই সানন্দ ধীরে ধীরে একটি পূর্ণাঙ্গ সেমিকন্ডাক্টর ক্লাস্টারে পরিণত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মাইক্রন, কায়নস এবং সিজি সেমির মতো

সংস্থাগুলি উৎপাদন শুরু করেছে। ভবিষ্যতে এখানে বিশেষ রাসায়নিক উৎপাদন, টেস্টিং ল্যাব, ডিজাইন সেন্টার এবং প্রযুক্তি-ভিত্তিক স্টার্টআপও গড়ে উঠবে বলে তিনি জানান। ইলেকট্রনিক্স উৎপাদনে ভারতের অগ্রগতির প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালের তুলনায় দেশে ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন প্রায় সাত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রপ্তানি বেড়েছে প্রায় ১১ গুণ। বর্তমানে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল ফোন উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারক দেশ। তাঁর মতে, মোবাইল উৎপাদনের সাফল্যের পর এবার সেমিকন্ডাক্টর

উৎপাদনেই দেশের নতুন শিল্প বিপ্লবের সূচনা হচ্ছে। তিনি বলেন, সরকারের লক্ষ্য শুধু ইলেকট্রনিক পণ্য তৈরি নয়, বরং সেই পণ্যের মূল উপাদান অর্থাৎ সেমিকন্ডাক্টর চিপও দেশে উৎপাদন করা। একই সঙ্গে উচ্চপ্রযুক্তির কাঁচামাল, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ এবং সম্পূর্ণ সরবরাহ শৃঙ্খলেও আত্মনির্ভর হওয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স এবং ভবিষ্যতের প্রযুক্তি বিকাশে দেশীয় চিপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি আরও জানান, এই প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে দেশের অর্থনীতি যেমন শক্তিশালী হবে, তেমন বৈদেশিক প্রভাবও অনেকাংশেই কমবে। যুব সমাজের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেমিকন্ডাক্টর ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে গবেষণা, নকশা, উৎপাদন, সরবরাহ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

অনুষ্ঠানে তিনি আদিবাসী সম্প্রদায়ের কয়েকজন তরুণীর কথাও উল্লেখ করেন, যাঁরা আইটিআই-তে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর মালয়েশিয়ায় উন্নত প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ শেষে এখন এই আধুনিক সেমিকন্ডাক্টর কারখানায় কাজ করছেন। তাঁর মতে, এই পরিবর্তনই ভারতের প্রযুক্তিনির্ভর আত্মনির্ভরতার প্রকৃত প্রতিচ্ছবি। তিনি বিরোধী দলের দিকেও এদিন নিশানা করে, তাঁদের ভারত বিরোধী রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডার কথা প্রকাশ্যে বলেছেন। এছাড়াও তিনি সেমিকন হাবের প্রদর্শনীও এদিন ঘুরে দেখেছেন।

১.০৬ লক্ষ কোটির প্রকল্প

জ্বালানি সঙ্কট মোকাবিলায় সরকারের পদক্ষেপের কথা মোদীর মুখে

৪ জুলাই : শনিবার রাজস্থানের বালোত্রায় প্রায় ১.০৬ লক্ষ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অনুষ্ঠানে তিনি রাজস্থান রিফাইনারি, জোধপুর বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল, জয়পুর মেট্রো সম্প্রসারণ, শেখাওয়াতি অঞ্চলে জল সরবরাহ প্রকল্প-সহ একাধিক পরিকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচির সূচনা করেন। একইসঙ্গে প্রায় ৫৪ হাজার যুবক যুবতীর হাতে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্রও তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আত্মনির্ভর ভারত গঠনের অন্যতম ভিত্তি শক্তিশালী পরিকাঠামো ও জ্বালানি নিরাপত্তা। তাঁর দাবি, নতুন রাজস্থান রিফাইনারি হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দেশের জ্বালানি স্বনির্ভরতা আরও বৃদ্ধি করবে। তিনি বলেন, অতীতে বহু প্রকল্প বহরের পর বছর আটকে থাকলেও বর্তমান সরকার নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন করার সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সরবরাহে ব্যাপক সংকট তৈরি হলেও ভারত সময়মতো কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই পরিস্থিতি সফলভাবে মোকাবিলা করেছে। তাঁর দাবি, যুদ্ধ শুরুর আগে ভারতের প্রায় ৬০ শতাংশ এলপিজি, আমদানি নির্ভর ছিল, যার অধিকাংশই উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে আসত। সংকটের সময় দেশের

রিফাইনারিগুলিকে দ্রুত পুনর্বিন্যাস করে মাত্র সাত দিনের মধ্যে দৈনিক এলপিজি উৎপাদন ৩৫ হাজার মেট্রিক টন থেকে বাড়িয়ে ৫৪ হাজার মেট্রিক টনে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই পাইপের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস সংযোগ সম্প্রসারণ করে প্রায় ১১ লক্ষ পরিবারকে এই পরিষেবার আওতায় এনেছে। এর ফলে রান্নার গ্যাসের উপর চাপ কমানো সম্ভব হয়েছে। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও কেন্দ্র গৃহস্থালির এলপিজির দাম নিয়ন্ত্রণে রেখেছে এবং উজ্জ্বলা যোজনার উপভোক্তাদের জন্য ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডার সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে।

প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপিছু ৭০ ডলার থেকে ১২০ ডলারে পৌঁছেলেও ভারত সরকার এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে প্রায় ৭৫ হাজার কোটি টাকার আর্থিক বোঝার ধাক্কা নিজে বহন করেছে। পাশাপাশি প্রতি লিটারে ১০ টাকা শুষ্ক কমানোর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের উপর মূল্যবৃদ্ধির চাপ সহনীয় করা হয়েছে। জ্বালানী কুটনীতির ক্ষেত্রে ভারতের সাম্প্রতিক সাফল্যের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ভারতের কূটনৈতিক উদ্যোগের ফলে জ্বালানি আমদানির উৎস ২৫-২৬টি দেশ

দ্বিতীয় পাতায়

এসএসসির নয়া

চেয়ারম্যান হলেন

দুশ্মন্ত নারিয়াল

৪ জুলাই : রাজ্যে ক্ষমতায় এসেই চাকরি সংক্রান্ত দুর্নীতি রুখে স্বচ্ছ নিয়োগ নিশ্চিত করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই প্রতিজ্ঞাকে বাস্তবায়িত করতে, বিভিন্ন নিয়োগ কমিশনের মাধ্যম রাজনৈতিক নেতাদের না বসিয়ে ইউপিএসসির ধাঁচে আধিকারিক বসানোর কাজ শুরু করেছে শুভেন্দু নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার। শনিবার পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় স্কুল সার্ভিস কমিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ১৯৯৩ ব্যাচের আইএএস দুশ্মন্ত নারিয়ালকে। শনিবার কর্মবির্গ ও প্রশাসক দপ্তরের একটি চিঠি নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাণ্ডেল এক্সে শেয়ার করে শুভেন্দু জানান, নিয়োগ কমিশনগুলোকে রাজনৈতিক সংস্পর্শ থেকে মুক্ত রেখে ইউপিএসসির ধাঁচে চেলে সাজানো হবে। সেইমতো অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় যখন শূন্য পদে নিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয়, তখনই আমরা কথা দিয়েছিলাম, নিয়োগ সংক্রান্ত কোনও কমিটিতেই কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থাকবেন না। তিনি আরও জানান, সেই লক্ষ্য পূরণে

দ্বিতীয় পাতায়

সম্পাদকীয়

হেনরি লুইস ভিভিয়ান ডিরোজিও কলকাতায় শুরু করলেন নব্যবঙ্গ আন্দোলন। হিন্দুধর্মের প্রচলিত আচার, পৌত্তলিকতা ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একের পর এক প্রশ্ন ছুড়ে দিতে শুরু করলেন তিনি। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নবীন সমাজের একাংশ দ্রুত আকৃষ্ট হল সেই যুক্তিবাদী চিন্তার দিকে। পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান ও মানবতাবাদের আলোয় তারা দেখতে শুরু করল ভারতীয় সমাজ ও ধর্মকে। একই সময়ে লর্ড ম্যাকলের শিক্ষানীতির ফলে তৈরি হতে লাগল এক নতুন শিক্ষিত শ্রেণি, যারা যুক্তিকে বিশ্বাস করত, অথচ নিজের ঐতিহ্য সম্পর্কে ক্রমশ সংশয়ী হয়ে উঠছিল। কিন্তু বাংলার মাটি বরাবরই অন্যরকম। এই ভূখণ্ড কখনও কেবল প্রতিবাদের ইতিহাস লেখেনি, লিখেছে আত্মসমালোচনা ও আত্মপুনর্গঠনের ইতিহাসও। বৌদ্ধধর্মের প্রসার, শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ, শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তি, বৈষ্ণব আন্দোলন—প্রতিটি সময়েই সনাতন ধর্ম নিজের ভিতর থেকেই নতুন শক্তি সঞ্চয় করেছে। আঘাত এসেছে, কিন্তু সেই আঘাত থেকেই জন্ম নিয়েছে নবজাগরণ। তাই ডিরোজিওর যুক্তিবাদ যেমন বাংলার মনকে আলোড়িত করেছিল, তেমনই তারই প্রতিক্রিয়ায় শুরু হয়েছিল আত্মপরিচয় খোঁজার এক নতুন অধ্যায়। এই সন্ধিক্ষণেই কলকাতার এক যুবকের মনে জন্ম নিল এক গভীর প্রশ্ন। ধর্ম কি কেবল বিশ্বাস? ঈশ্বর কি কেবল শাস্ত্রের পাতায়? এমন কোনও মানুষ কি আছেন, যিনি সত্যিই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন? প্রশ্নটি ছিল না নিছক কৌতুহলের। এটি ছিল এক অস্থির যুগের অন্তর্দাহ। সেই যুবকের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি একের পর এক ধর্মগুরু, পণ্ডিত, ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের কাছে গিয়ে একই প্রশ্ন করেছিলেন—“আপনি কি ঈশ্বরকে

দেখেছেন?” অধিকাংশের উত্তর ছিল দর্শন, তত্ত্ব, শাস্ত্র বা যুক্তি। কিন্তু তাঁর তৃষ্ণা মেটেনি। তিনি চেয়েছিলেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভাষা। সেই উত্তর তিনি খুঁজে পেলেন দক্ষিণেশ্বরের এক সাধারণ পুরোহিতের কাছে। সেই উত্তরই নরেন্দ্রনাথের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। কিন্তু সেই পথ মোটেও সহজ ছিল না। সংশয়, দারিদ্র্য, পারিবারিক সংকট, আত্মিক টানাপোড়েন—সবকিছুর মধ্য দিয়েই তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছে নিজের সীমাবদ্ধতাকে। নরেন্দ্রনাথ থেকে স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে ওঠার ইতিহাস তাই কেবল একজন সন্ন্যাসীর জীবনী নয়; এটি এক মানুষের সত্য অনুসন্ধানের ইতিহাস। পরে তিনিই বলেছিলেন, “লোকে যা বলবে, তা বিশ্বাস করিস না। নিজে পরীক্ষা করে দেখ, তারপর বিশ্বাস কর।” এই একটি বাক্যই যেন একসঙ্গে মিলেমিশে যায় উপনিষদের অনুসন্ধিৎসা, আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক মনোভাব এবং ভারতের চিরন্তন জিজ্ঞাসা। আজও সেই বিবেকানন্দ কেবল ইতিহাসের একটি নাম নন; তিনি ভারতীয় আত্মপরিচয়ের এক অবিনাশী প্রতীক। তাঁর জীবন ও দর্শন আজও ভারতকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। স্বামীজির মহাসমাধি দিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিক দর্শন এবং জাতীয় চেতনার পরিচয় বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান অতুলনীয়। তাঁর বাণী ও আদর্শ আজও দেশের কোটি কোটি যুবক-যুবতীকে অনুপ্রাণিত করে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, স্বামীজির আধ্যাত্মিক বার্তা কেবল ব্যক্তিগত আত্মোন্নয়নের পথ দেখায় না, বরং ‘বিকশিত ভারত’ গঠনের জাতীয় সংকল্পকেও শক্তি জোগাতে থাকবে। সেই লক্ষ্যেই ভারত এগোবে।

এসএসসির নয়া চেয়ারম্যান

প্রথম পাতার পরে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করছি। পশ্চিমবঙ্গ সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে, রাজ্যের অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও বরিষ্ঠ আইএএস শ্রী দুশ্মন্ত নারিয়ালাকে কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হল। প্রসঙ্গত, দুশ্মন্ত নারিয়ালা বিধানসভা নির্বাচনের সময় রাজ্যের মুখ্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। ভোটের পরে তাঁকে নয়াদিল্লিতে প্রিন্সিপাল রেসিডেন্ট কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এছাড়াও তিনি এনএসএটিয়াইয়ের ডিরেক্টর জেনারেল ও এসএনটিসিএসএসসির চেয়ারম্যান পদের দায়িত্বভার সামলাচ্ছেন। রাজ্যপাল আর এন রবির নির্দেশক্রমে এদিন পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের দায়ভারও তাঁর হাতে তুলে দেয় রাজ্য সরকার। তৃণমূল আমলের

দুর্নীতিকে রুখে স্বচ্ছ নিয়োগের পথে পা বাড়াবে রাজ্য সরকার, এদিন সেই কথাও এক্স হ্যান্ডেলে নিশ্চিত করেন শুভেন্দু। তিনি জানান, মেধা এবং যোগ্যতাই চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তৃণমূল আমলের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির প্রসঙ্গে সরব হয়ে শুভেন্দু জানিয়েছেন, অতীতের দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের আমলে যে অন্যায় বা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন হয়েছে তার কোনও স্থান নতুন পশ্চিমবঙ্গে নেই। যোগ্য ও মেধাবীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়াই এই সরকারের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের এসএসসির গোটা প্যানেল দুর্নীতির কারণে বাতিল হয়েছিল। চাকরি গিয়েছিল, ২৬ হাজার পরীক্ষার্থীর। এই পরিস্থিতিতে তৎকালীন তৃণমূল সরকারের গাফিলতি স্পষ্ট হয়েছিল।

দক্ষ কর্মীদের যাতায়াতে গুরুত্ব

অভিবাসন বিতর্কের মাঝেই ভারতের সওয়াল

৪ জুলাই : আগামী ৮-১১ জুলাই পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার আগেই কঠোর অভিবাসন নীতি লাগু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে নিউজিল্যান্ডে। এই পরিস্থিতিতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আসন্ন নিউজিল্যান্ড সফরের আগে শুক্রবার এমনই স্পষ্ট বার্তা দিল বিদেশ মন্ত্রক। অভিবাসন নীতি নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিতর্ক চললেও ভারতের মূল লক্ষ্য দক্ষ পেশাদারদের আন্তর্জাতিক যাতায়াত আরও সহজ করা। নিউজিল্যান্ডে অভিবাসন নীতি আরও কঠোর করার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে বিদেশ মন্ত্রকের পূর্ব বিভাগের সচিব রুদ্রেন্দ্র টন্ডন বলেন, ভারত সরকার অভিবাসনের বিষয়টির পরিবর্তে দক্ষ কর্মীদের অবাধ যাতায়াতকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সফর উপলক্ষ্যে অভিজাত এক বিশেষ সাংবাদিক বৈঠকে টন্ডন জানান, অভিবাসন ও দক্ষ পেশাদারদের চলাচল— এই দুই বিষয়কে আলাদা করে দেখা প্রয়োজন। তাঁর কথায়, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশই হল দক্ষ কর্মীদের চলাচলের সুযোগ বৃদ্ধি। ভারত দীর্ঘদিন ধরেই উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, কর্পোরেট প্রধান এবং অন্যান্য পেশাদারদের বিদেশে কাজের

সুযোগ সহজ করতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি জানান, বিদেশে ভারতীয় প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের ভিসা বা অনুমোদন সংক্রান্ত জটিলতা অনেক সময় কার্যত অ-শুষ্ক বাধার মতো কাজ করে। সেই সমস্যা দূর করতেই ভারত বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন ডু-রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। সাম্প্রতিক সময়ে অভিবাসন নীতি নিয়ে একাধিক উন্নত অর্থনীতির দেশ কড়া অবস্থান নিয়েছে। ব্রিটেন দক্ষ কর্মী ভিসার ন্যূনতম বেতনসীমা বৃদ্ধি, বিদেশি কেয়ার ওয়ার্কার নিয়োগে নিয়ন্ত্রণ এবং ছাত্রদের নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের ভিসায় কড়াকড়ি করেছে। কানাডা আন্তর্জাতিক ছাত্র ভিসায় বার্ষিক সীমা নির্ধারণের পাশাপাশি ওয়ার্ক পারমিটের নিয়মও কঠোর করেছে। অস্ট্রেলিয়া ছাত্র ভিসা ও অভিবাসনের ক্ষেত্রে ভাষাগত ও আর্থিক যোগ্যতার শর্ত আরও কঠিন করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নও নতুন ‘মাইগ্রেশন অ্যান্ড অ্যাসাইলাম প্যাক্ট’-এর মাধ্যমে সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ, আশ্রয়প্রার্থীদের আবেদন নিষ্পত্তি এবং অবৈধ অভিবাসীদের প্রত্যাবাসন আরও কঠোর করেছে। এই আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেই ভারত স্পষ্ট করে দিয়েছে, তাদের লক্ষ্য সাধারণ অভিবাসন বৃদ্ধি নয়; বরং তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, গবেষণা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চ দক্ষ ভারতীয়দের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোই লক্ষ্য।

কোটির প্রকল্প

প্রথম পাতার পরে থেকে বেড়ে ৪০টিরও বেশি দেশে সম্প্রসারিত হয়েছে। এর ফলে কোনও একটি অঞ্চলের উপর নির্ভরশীলতা কমেছে এবং জ্বালানি সরবরাহও স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রের প্রসঙ্গেও প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বিশ্ববাজারে সারের দাম বেড়ে গেলেও ভারত সরকার বিপুল ভর্তুকি দিয়ে কৃষকদের কাছে ইউরিয়া মাত্র ৩০০ টাকায় পৌঁছে দিয়েছে। একইসঙ্গে এমএসএমই শিল্পকে রক্ষা করতে জরুরি ঋণ নিশ্চয়তা প্রকল্পের আওতায় অতিরিক্ত ঋণের সুবিধাও দেওয়া হয়েছে। রাজস্থার জল সংকট নিরসনে প্রধানমন্ত্রী এদিন রাজস্থান ও হরিয়ানার মধ্যে ৩৪ হাজার কোটি টাকার যমুনা জল প্রকল্প চুক্তিরও উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শেখাওয়াতি অঞ্চলের সিকার, চুরু ও বুনরুনুসহ বিস্তীর্ণ এলাকায় পানীয় জলের দীর্ঘদিনের সমস্যা দূর হবে। এছাড়া সৌরশক্তি, জল সংরক্ষণ ও সবুজ উন্নয়নের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

কমিষ্কা

শমিত



শমিত দত্তের স্কেচ

(আগামী সংখ্যায়)

কস্তিয়ানতিনিভকা দখলের দাবি রাশিয়ার

ইউক্রেনে বড় ধাক্কা

৪ জুলাই : ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় ডনেৎস্ক অঞ্চলে রাশিয়ার অগ্রযাত্রা আরও জোরদার হল বলে দাবি করল মস্কো। শুক্রবার রাশিয়ার সেনাবাহিনী জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে সংঘর্ষের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকা কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ কস্তিয়ানতিনিভকা শহরের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এখন তাদের হাতে। এই দাবি করেন রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল স্টাফের প্রধান জেনারেল ভ্যালেরি গেরাসিমভ। একই দিনে ইউক্রেন যুদ্ধ পরিচালনাকারী রুশ সেনার একটি কমান্ড সেন্টার পরিদর্শন করেন প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন। সেখানে যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে তাঁকে বিস্তারিত রিপোর্ট দেন গেরাসিমভ। রুশ সেনাপ্রধান জানান, ডনেৎস্ক অঞ্চলের সম্পূর্ণ দখল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দক্ষিণাঞ্চলীয় বাহিনী ধারাবাহিকভাবে আক্রমণাত্মক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁর দাবি, কস্তিয়ানতিনিভকা ছিল ইউক্রেনের অন্যতম শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ঘাঁটি এবং স্লোভিয়ানস্ক-ক্রামাতোরস্ক-কস্তিয়ানতিনিভকা প্রতিরক্ষা বলয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শহরটি দখলের ফলে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বড় ধরনের ফাটল ধরেছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে স্লোভিয়ানস্ক ও ক্রামাতোরস্কের দিকে রাশিয়ার অগ্রসর হওয়ার পথ অনেকটাই সহজ হয়ে যেতে পারে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক টেলিগ্রামে কয়েকটি ভিডিও ও ছবি প্রকাশ করেছে। সেখানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া ভবনের সামনে রুশ সেনাদের জাতীয় পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। মস্কোর দাবি, এগুলি কস্তিয়ানতিনিভকা দখলের পর তোলা ছবি। যদিও ছবিগুলির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই রাশিয়া দাবি করে আসছিল যে, শহরের বিভিন্ন অংশ তাদের নিয়ন্ত্রণে এসেছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা লাইন ভেঙে ডনেৎস্কে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার কৌশল নিয়েছে রুশ বাহিনী। সেই প্রেক্ষাপটে কস্তিয়ানতিনিভকার দখল রাশিয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তবে রাশিয়ার এই দাবির বিষয়ে এখনও পর্যন্ত ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। কিয়েভের সামরিক কর্তৃপক্ষ শহরটি হারানোর বিষয়টি স্বীকারও করেনি। তবে এই শহর হাতছাড়া হলে পূর্ব ইউক্রেনে কিয়েভের প্রতিরক্ষা আরও দুর্বল হতে পারে এবং স্লোভিয়ানস্ক ও ক্রামাতোরস্ককে ঘিরে নতুন সামরিক চাপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ২০২২ সালে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ডনেৎস্ক, লুহানস্ক, জাপোরিঝিয়া ও খেরসন—এই চার অঞ্চলকে নিজেদের অংশ বলে দাবি করে আসছে রাশিয়া। যুদ্ধ এখন পঞ্চম বছরে প্রবেশ করেছে। কস্তিয়ানতিনিভকা নিয়ে মস্কোর এই দাবি প্রমাণ করে যে, পূর্ব ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে সংঘর্ষ এখনও তীব্র আকারেই অব্যাহত রয়েছে এবং শান্তি আলোচনার সম্ভাবনা আপাতত অনেকটাই অনিশ্চিত।